KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 200	Place of Publication : ৩০ বি আর. এন. মুখার্জী রোড, কল-৬৩ 28/2 আর. এন. মুখার্জী রোড, কল-৬৩
Collection : KLMLGK	Publisher : তুলসী মুখোপাধ্যায়
Title : অনুভব (ANUBHAB)	Size 8.5"/5.5"
Vol & Number : 1 2/1-2 ?? 3/1-2 3/3-4 Puja Special	Year of Publication : Oct 1977 বৈশাখ ১৩৮৫ Oct 1978 May 1979 Sep 1979
	Condition : Brittle Good ✓
Editor : তুলসী মুখোপাধ্যায়	Remarks

C.D. Roll No. KLMLGK

KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৬০ বি আর. জি. কর রোড, কল-৩৭ 28/2 আর. জি. কর রোড, কল-৩৭
Collection : KLMLGK	Publisher : তুলসী মুখোপাধ্যায়
Title : অনুভব (ANUBHAB)	Size : 8.5"/5.5"
Vol & Number : 1 2/1-2 ?? 3/1-2 3/3-4 Puja Special	Year of Publication : Oct 1977 বৈশাখ ১৩৮৫ Oct 1978 May 1979 Sep 1979
	Condition : Brittle Good✓
Editor : তুলসী মুখোপাধ্যায়	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

তৃতীয় বর্ষ ।। প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা
বৈশাখ ১৩৮৬

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯

তুলসী মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

অনুভব

কবিতা পত্র

With the compliments of

TATA STEEL

With Best Compliments of

HINDUSTAN MOTORS LIMITED

MANUFACTURERS OF AMBASSADOR CAR, TRUCK, TREKKER AND HEAVY EARTHMOVING EQUIPMENTS

Regd Office : 9/1 R. N. Mukherjee Road, Calcutta 700 001

Factories at : Hindmotor (West Bengal) and Trivellore (Tamil Nadu)

অনুভব কবিতা পত্র
কবিতা ও কবিতা-ভাবনার সংকলন
বৈশাখ ১৩৮৬
মে ১৯৭৯

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র

অরুণ মিত্রের প্রবন্ধ ১—৭

অমিতাভ চৌধুরীর ছড়া ১৭

কবিতা : কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, কৃষ্ণ ধর, সলিল লাহিড়ী, আনন্দ বাগচী, ঈশ্বর দত্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, দুলাল ঘোষ, প্রশান্ত রায় ৮—১৬

বিনয় মজুমদার, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়, গৌতম গুহ, মতি মুখোপাধ্যায়, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, মনীন্দ্র ঘটক, সত্য গুহ, উত্তম দাশ, অপূর্ব মুখোপাধ্যায়, শ্যামল পুরকায়স্থ, জহর সেনমজুমদার, গৌতম বাগচি, দেবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় সেন, প্রসেনজিৎ মল্লিক, অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীর ঘোষ, তপন গঙ্গোপাধ্যায়, অমূল্যকুমার চক্রবর্তী, দেবী রায়, কেদার ভাদুড়ী, নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, প্রদীপ রায়চৌধুরী, শংকর দে, গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ গঙ্গোপাধ্যায়, দীপ সাউ, নীরদ রায়, ব্রততী বিশ্বাস, সীমা মিত্র, প্রবীর রায়, সত্যপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণগোপাল মল্লিক, নিলয় সেন, দেবপ্রসাদ সিংহ, অমিতাভ দাশগুপ্ত, আশিস সান্যাল, তুলসী মুখোপাধ্যায় ১৭—৫১

সম্পাদক ও প্রকাশক ॥ তুলসী মুখোপাধ্যায়
মুদ্রণ ॥ অধুনা
প্রচ্ছদ নামাঙ্কন ॥ অরুণ মুখোপাধ্যায়

কার্যালয় ॥ ২৪/২, আর. এন. দাস রোড, কলকাতা-৩১

বনফুল
কমলকুমার মজুমদার
দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অরুণ মিত্র

কবিতা ও আমি

□

আমাকে রবীন্দ্র-পুরস্কার প্রদান করে যে-সম্মানে ভূষিত করা হল, তার জন্যে আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। সাহিত্যের প্রতি যে-মনোযোগ এই পুরস্কার উপলক্ষ্যে প্রকাশ পেল, সেই মনোযোগকে আমি মূল্যবান মনে করি। বুঝতে পারছি আপনাদের দৃষ্টি সকলের প্রতি নিবদ্ধ হয়েছে, যার ফলে সাহিত্যের ক্ষেত্রে উৎসাহের সঞ্চার হবে। আর যাঁর মহৎ নামে এই পুরস্কার, তাঁর স্মৃতির মর্যাদা এই ব্যাপক ও সযত্ন দৃষ্টির দ্বারাই ঠিকমতো রক্ষিত হতে পারে। আমি তো এখন পড়ন্ত বেলায়, এখন যদি জানি আমাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় হয়ে উঠেছে, তাহলে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যাব।

সাহিত্য এবং তার রচয়িতাদের বিষয়ে নানাজনের নানা মত থাকে। লেখা ও লেখক সম্বন্ধে সবাই এক গলায় কথা বলেছেন এমন ঘটে না। বড় থেকে ছোট সব লেখকের বেলাতেই তা বলা যায়। আমার মতো সামান্য লেখকও তার ব্যতিক্রম নয়, যার নিদর্শন পাওয়া মোটেই কঠিন হবে না। কিন্তু এ বিষয়ে আমার বা যে-কোনো লেখকের করবার কিছু নেই। নিজের ভাবনা ভেবে যাওয়া এবং নিজের লেখা লিখে যাওয়াই তার একমাত্র করণীয়। সেটাই তার পরিচয়, যা কেউ হয় তো গ্রহণ করবেন, কেউবা বর্জন।

আমি মনে করি এইরকম অনুষ্ঠানে যখন কোনো লেখককে তাঁর সাহিত্যকর্মের জন্যে পুরস্কৃত করা হয়, তখন তাঁর কর্তব্য নিজের চিন্তা-ভাবনা কাজকর্ম সম্বন্ধে জানানো, যাতে তাঁর অবস্থিতি যথাসম্ভব স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যাতে তাঁর সম্বন্ধে ধারণা অনুমান থেকে যথাসম্ভব মুক্ত হয়। এই কারণে আমি কবিতা সম্বন্ধে (কবিতার জন্যই আমার এই পুরস্কার) আমার কিছু প্রত্যয় আপনাদের সামনে রাখতে চাই। সূত্রাকারে। কারণ বিশদ ব্যাখ্যার স্থান এটা নয়।

কবিতা সম্বন্ধে যে-ধারণা আমি পোষণ করি তা এই রকম : আমার সময়ে পৃথিবী আর মানুষের সংস্পর্শে রয়েছে আমার সত্তা। এই সংস্পর্শ কবি-মনে কথা বলবার ইচ্ছে জাগিয়ে দেয়। যে-কথা সে বলতে চায়, তা আসে তার দৃষ্টি আর অনুভূতির পক্ষে। জগৎ ও লেখকসত্তার মধ্যে এমন অব্যবহিত সম্পর্ক সাহিত্যের আর কোনো ক্ষেত্রে নেই। অতএব আমি আমার কালের মানুষ এবং মানুষ-জীবনের

সঙ্গে না জড়িয়ে কবিতাকে ভাবতে পারি না। সহ-অনুভূতি তার ভিত্তি। অতএব কবিতায় বুদ্ধিকে প্রধান করতে বা দেখতে আমি নারাজ, শব্দ-সর্বস্বতাও এই কারণে আমাকে বিমুখ করে। এই কারণে ফরাসীতে যাকে বলে La poisie pure অথবা সাধারণ সাহিত্যের L'art pour l'art, যা নিয়ে অনেক হৈচৈ পশ্চিমে হয়েছে এবং যথারীতি আমাদের এখানেও কিছু, তা আমার কাছে গ্রাহ্য নয়। তবে এই সঙ্গে আমি একথাও বলে নিতে চাই যে, কবিতায় তথা সাহিত্যে আমি বদ্ধজলাকে বড় ভয় পাই, গতানুগতিকতায় আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। সুতরাং যদি কোনো লেখক এমনভাবে লেখেন যেভাবে লিখতে আমি রাজী হব না অথবা যাতে আমার মন সায় দেয় না, তবু আমি তাতে বিতৃষ্ণা বোধ করি না, বরং উৎসাহিতই হই। কেননা, আমরা এক জায়গায় বসে পড়ি, এ আমি কিছুতেই চাই না। যে যেমনভাবে হোক, আমরা সবাই যেন চলতে থাকি, এই আমার কামনা।

কবিতা সম্বন্ধে আমার যে-বিশ্বাসের কথা বললাম তা থেকে অবশ্য প্রচার কার্যের প্রশ্নও উঠে পড়ে। কিন্তু মুসকিল হল এই যে, খাঁটি সাহিত্য আর প্রচার কার্যের মধ্যে সীমারেখাটা কোথায় তাই তো নির্ণয় করা কঠিন। সোজাসুজি প্রচারকার্য বলে চিহ্নিত করা যায় এমন এক শ্রেণীর লেখা আছে। কোনো সামাজিক বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে কবিতা, গান, নাটক ইত্যাদি সাহিত্যিক ফর্মকে ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। তা নিয়ে তর্কাতর্কির কোনো অবকাশ নেই। যাঁরা তা ব্যবহার করেন, তাঁরা ঐ সব রচনাকে দারুণ সাহিত্যসৃষ্টি বলে চালাতেও চান না। সমস্যা হল আমরা যাকে সাহিত্য বলে ধরে নিই তাকে নিয়ে। আমার ধারণা, প্রত্যেক সৃষ্টিকেই খাঁটি সাহিত্য বলে ঘোষণা করা যায় অথবা প্রচারকার্য বলে। কোনটা বলা হবে তা নির্ভর করে বিশেষ পাঠক বা পাঠক দলের মনোগতির উপর। যেমন, কবিতায় জনসাধারণের দুঃখ-যন্ত্রণার উল্লেখ থাকলে সাম্যবাদ-বিরোধীরা তাকে বলতে পারেন কমিউনিস্ট প্রচারকার্য, কোনো পরম সত্তার আভাস থাকলে বস্তুবাদীরা প্রমাণের চেষ্টা করতে পারেন সে-কাব্য অধ্যাত্ম-বাদের প্রচারকার্য আর কলাকৈবল্যবাদী সাহিত্যসৃষ্টিকে দেখানো যেতে পারে ধনতান্ত্রিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখার প্রচারকার্য বলে। সুতরাং ও নিয়ে মাথা না ঘামানোই ভালো। আমার মতে সাহিত্যকে প্রচার-

কার্য বলে দোষ দেওয়া যায় তখনই যখন তাতে যান্ত্রিকতার ছাপ পড়ে। কমিউনিজম হোক আর ক্যাপিটেলিজম হোক, যে কোনো মতবাদকে ভিত্তি করে যান্ত্রিক অভ্যাসে কিছু বলতে গেলে তা প্রচারকার্য রূপে পীড়া না দিয়ে পারে না। কবিতার উৎস তো তা নয়, লেখকের দৃষ্টি ও অনুভূতি অর্থাৎ সত্তা তার সঙ্গে জড়ানো, সেখানে যান্ত্রিকতার স্থান নেই।

আমার দ্বিতীয় প্রত্যয় কবিতার ফর্ম বিষয়ে। আমি মনে করি না কোনো নির্দিষ্ট বহিরঙ্গ রূপ কবিতার পক্ষে অপরিহার্য। কবিতা মানেই পদ্য বা ছন্দ মিলে সাজানো ছত্র-সমষ্টি, এ আমি মানি না। কবিতা সম্বন্ধে আমার যে-ধারণার কথা আমি আগেই বলেছি তা থেকেই এটা আসে। বাইরের পৃথিবী এবং আমার সত্তা, এ দুয়ের সংস্পর্শ কিছু বলবার জন্যে আমার মনকে উস্কে দেয়। এখানে কোনো পরিকল্পনা বা উপার্জিত জ্ঞানের ভূমিকা প্রায় নেই। মনের এই প্রকাশই কবিতা। এই প্রত্যক্ষতা অন্য কোনো শ্রেণীর রচনায় নেই। এই প্রত্যক্ষতাই কবিতার রূপ নির্ণয় করে। কবিতা লিখতে গিয়ে আমি চেষ্টা করব নিজের অনুভূত বিষয়কে, নিজের ভিতরের ও বাইরের অভিজ্ঞতাকে যথাসম্ভব অব্যাহতভাবে প্রকাশ করতে। স্বতঃসিদ্ধের মতো কোনো প্রথাগত ছককে মেনে নিলে তা সম্ভব নয়। এই ব্যক্তিতার পরিপ্রেক্ষিতে গদ্যরূপের প্রশ্ন আমার কাছে অবান্তর। এ বিষয়ে বে-নিয়ম আমি যথেষ্ট করেছি, এখনো করছি। অনেকদিন থেকে গদ্যই আমার কবিতার প্রধান বাহন, অবশ্য ছন্দেও কিছু কিছু লিখি। এখানে উল্লেখ করা অবশ্য কর্তব্য যে, গদ্য-কবিতা রচনাতেও রবীন্দ্রনাথ আমাদের পথিকৃত। তিনি তো বহু ক্ষেত্রেই আমাদের পথ খুলে দিয়েছেন, এ ক্ষেত্রেও দিয়েছেন। গদ্যে লেখার জন্যে কেউ কেউ যেমন আমাকে কবি বলে মানতে দ্বিধা করেছেন, তেমনি আমার গদ্য-কবিতা সম্বন্ধে বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী অভিমতও আমি শুনেছি। গদ্য-কবিতার বিচারে বাক্যের গঠন ও পারম্পর্য, শব্দের চারিত্র্য ও প্রয়োগ, সমগ্র কবিতার ভিতরকার আন্দোলন এবং নিয়ামক ভাব বা ভাবনা, এ সবই এক সঙ্গে বিচার্য। সেভাবে দেখা হয়েছে কিনা আমি জানি না। ধরুন আমার সেই কবিতা, যা আমি ৩২ বছর আগে লিখেছিলাম সুকান্ত ভট্টাচার্যের মৃত্যুর পর। (নিজের কবিতা উদ্ধৃত করতে, আশাকরি, আপনারা আমাকে অনুমতি দেবেন। আমার কোনো গুণপনা দেখাবার জন্যে নয় শুধু আপনাদের কাছে আমার বক্তব্য পরিষ্কার করবার জন্যে

দৃষ্টান্ত হিসেবে আমার কবিতা আমি ব্যবহার করছি)। 'সুকান্ত' কবিতাটি এই :

সু কা ন্ত

মৃত্যুর আগের দিন পড়ন্ত রোদের দিকে তাকিয়ে কী ভেবেছিল সুকান্ত ?
যে ছোট্ট বুকটা আর ছোট্ট মাথাটা অনবরত কবিতায় উথলে উঠত
তাদের নিঃশব্দ শেষ ডাক শুনতে পাওয়া গেল না। আমি নিশ্চিত জানি
তা একদিন হঠাৎ চীৎকার করে উঠবে। যাদবপুর হাসপাতালের
মাঠ বাড়ি পুকুর তার আওয়াজে গমগম করতে থাকবে। ভালোবাসার,
আশার, নৈরাশ্যের, মৃত্যুর, আরোগ্যের, সংগ্রামের সেই উদ্দাম হারানো
ভাষা যাদবপুরের রোগীদের বিছানা ছাড়িয়ে আমাদের সকলের ঘরে
এসে তোলপাড় বাধিয়ে দেবে। কিন্তু ততদিন আমার মাঝে মাঝে
মনে হবে, মৃত্যুর আগের দিন পড়ন্ত রোদের দিকে তাকিয়ে কী ভেবে-
ছিল আমাদের সুকান্ত ? রোদের একটা ঝলক যদি সুকান্তর অস্ত্র আর
ফুসফুসের মধ্যে ঢুকতে পারত !

এ একরকম গদ্য, এর প্রকৃতি কোনো পূর্বসূরির রচনার মতো, না, অন্যরকম, তার বিচার সমালোচকরা করবেন, আমি নয়। অবশ্য মনের প্রকাশ-রূপ একটা নির্দিষ্ট ছাঁচে আটকে থাকে না, তার বিবর্তন হয়, গদ্য পদ্য এবং তাদের প্রয়োগ সবই পাল্টাতে থাকে। অনুভূত এবং দৃষ্ট অভিজ্ঞতা যে-চাপ সৃষ্টি করে, সেই অনুসারে ফর্ম গড়ে ওঠে। এই কারণে ফর্ম বড়, না, কন্টেন্ট বড়, এ তর্ক আমার অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। বিভিন্ন মেজাজ ও দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী একই প্রসঙ্গের ফর্ম কেমন ভিন্ন ভিন্ন চেহারা নিতে পারে তার দৃষ্টান্ত হিসেবে আমি কিছু উদ্ধৃতি দিতে চাই। বলাবাহুল্য, আমার আজকের এই বিশ্লেষণ পেছন ফিরে তাকিয়ে করা, আমি যখন কবিতা লিখেছি তখন তো আর এসব ভাবিনি।

এটা শিশু বর্ষ। শিশুর থিমই নেওয়া যাক। আমার ঘরের শিশু দেশ এবং পৃথিবীর সব শিশুর মধ্যে একজন, তাদের আনন্দ মাঠময়দানে ছড়িয়ে পড়লে সব কিছু উছলে ওঠে, তবু তার মধ্যেই অন্ধকার এবং ঝড়ের আভাস রয়েছে। কিন্তু শিশুদের ফুর্তির জোয়ার, দল বেঁধে হৈ হৈ করে বাড়ি ফেরা আবার শুরু হয়। এখানে ছন্দই এসে যায় একটা তরঙ্গের সঙ্গে আর একটা তরঙ্গ যেখানে জড়িয়ে যায় :

ফুটপাথ ছাড়িয়ে ভাঙা রাস্তায় পা দিতে
না দিতেই পাথনায় থরথর
কলকাতা এমন রঙ বিলোয় যে কথায় কথায়

ঘাসপাতা প্রজাপতি এবং অগুন্তি তারা ছয়লাপ
ট্রামলাইন ফুরিয়ে দিয়ে খোলা মাঠ
গঙ্গার বুকের নৌকো
কাগজের ভাঁজ থেকে তরতরিয়ে
অনেক ক্ষেতের ধারে বনঘেঁষা বিকেল পেরিয়ে
ফানুসের আলো
চরের হাওয়ায় ঘুরে মাতলায়।

তখনই সন্ধ্যের ফুল ফুটে ওঠে
গড়িয়াহাট ছলাৎছল নদীর পাড়ের
দোলা নিয়ে নলখাগড়া কাশবন
আর বেল রজনীগন্ধার ফুঁয়ে
একরত্তি গায়ের সুবাস
মালা আর পুতুলকে আঁকড়ে ধ'রে ভিড়ের উজানে চলতি পথ
বুড়ো মানুষের বুক কচি মুখটা আগ্‌লে আগ্‌লে
অন্ধকার পার হ'য়ে একটু আলোয়
একটু কেন একটু কেন এই ব্যাকুলতা খালি
কারণ দূরের পাড়ি দিতে হলে আলো
এমন কি বাড়ীর রাস্তা অন্ধকারে হারাবার মতো
এখনই দক্ষিণ পুরো খুলে যায়
আ-মরি বাতাস আহা সমুদ্দুর
গা-জুড়ানো রাত কথা বলি বলি
অথচ ঘরের ভিত ভীষণ ঝড়ের দিকে
ছোট্ট বিছানার কোণ পাল তুলে কলকল
কত লক্ষ হাত দাঁড়ে
কত না মজার দেশ বাকী
যখন কালকের সূর্য উঠবে কলকাতা
দ্বীপের ইশারা-লাগা সোনার রোদ্দুর
ইস্কুলের ফিরতি পথে হৈ হৈ বাড়ী
আশ্চর্য হবার গল্প
সব গলা ঢেউয়ে ঢেউয়ে বুলার চিৎকারে
খুশির হাজার লক্ষ ঢেউ।

(লক্ষ লক্ষ শিশু)

কিন্তু এ মেজাজ আসে না যখন আমি একা শিশুর হাত ধরে এগোই কোন পরিচ্ছন্ন শান্ত জগতের দিকে অথচ গিয়ে পড়ি এক

লুকোনো বিপদের সামনে। এখানে প্রকাশ এক ধীর গদ্যকে আশ্রয় করে কোনো ছন্দের দোলা ভালো লাগে না :

আমাকে স্বস্তির কথা কে বলে। আমার দিন আর রাতগুলোয় বাঘ নখ বসা। ছেলেমেয়েদের এত আনন্দ আছে আমি ভাবি, কিন্তু খেলনা বাগান আর টাপুর টুপুর ভাবতে ভাবতে আমি ঝলসানো ঘাসের উপর গিয়ে পড়ি। তখন উনুনে ভাত ফোটার সময়। এত মুখে জোগাবার ধান সে মাটিতে আর তো জন্মায় না। সেখানে ব'সে প্রবোধ দিতে আমার সমস্ত রক্ত হিম হয়ে আসে। আর জোড়া জোড়া চোখ আমাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে। একের পর এক, অন্তহীন মিছিল।

ভালোবাসার জন্য আমার বুকের দুই বাতায় অভ্যর্থনা টাঙিয়ে রাখি। শিশু সেখানে হাত টুইয়ে আস্তে আস্তে মাথা রাখে। একঘর স্বপ্ন তার চোখের পাতার উপর, তার ঠোঁটের বাঁকে। কিন্তু যুদ্ধের দামামা কাছে আসে। আমি তা চাপা দেবার জন্যে যতো স্নেহের ঢেউ তুলি, দেয়ালের ইটে তত জোর হুমকি ওঠে। আর দুই বুকের উপর এসে কাঠি পড়ে। আমার হৃৎপিণ্ডের শব্দে শুধু হায় হায়।

আমাকে স্বস্তির কথা কে বলে ?
দ্যাখো না আমার হাসিমুখ বুলা হঠাৎ হঠাৎ কি যন্ত্রণার মূর্তি হয়।
(স্বস্তির কথা কে বলে)

অবশেষে এই শিশুবর্ষ। শিশুদের নিয়ে কত বিবৃতি, কত ঘোষণা, কত দৌড় ঝাঁপ প্রোগ্রাম ইত্যাদি। অথচ চোখের সামনে রোজ দেখি, দেখে আসছি এন্তার বাচ্চা খেতে পায় না পরতে পায় না, যে-শিশুর নিশ্চিন্ত আনন্দে থাকার কথা সে অন্যের বাড়িতে বাসন মাজে কাপড় কাচে, কারখানায় হাড়ভাঙা খাটুনি খাটে, না খেতে পেয়ে মরে বা গুণ্ডা-দলে ভেড়ে। শিশুবর্ষের ধুমধড়াক্কা তখন একেবারে ভুয়া মনে হয়; তখন মনের বিক্ষোভ রুদ্ধশ্বাস গদ্যে লাফিয়ে চলে, এমন কি কবিতার পদ্য-ছাঁচ ভাঙার প্রয়োজনটাও ঘোষণা করে ফেলে।

শেষকালে আর এক প্রশ্ন থাকে। কবিতার বোধ্যতার প্রশ্ন। কবিদের কাছে এ এক বড় সমস্যা কবিতা জনসাধারণ বোঝে না, সংযোগ স্থাপিত হয় না, কবিতার পাঠক সংখ্যা নগণ্য। ব্যক্তিগত অক্ষমতার কারণটা যদি বাদ দেওয়া যায়, তাহলে এ সমস্যা, আমার ধারণায়, অনেকটা কৃত্রিম। সমস্যাটা আসলে হল বেশির ভাগ মানুষের পড়তে না পারার সমস্যা। কবিতা তথা যে-কোনো শিল্পের প্রবণতা

জন্মগত ব্যাপার কি শিল্পী কি শিল্পরসিক উভয়ত। অবশ্য এই জন্মগত বৈশিষ্ট্যের অনেক বিকাশ ঘটানো যায় শিক্ষার দ্বারা। শহুরে শিক্ষিত মানুষের প্রতিক্রিয়া দিয়ে কোনো সত্যিকার সিদ্ধান্তে আসা যায় না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের গ্রাম ও শহরের বিপুল সংখ্যক লেখাপড়া না-জানা অধিবাসীদের মধ্যে এমন অনেক মানুষ আছেন যাদের মনের তার কবিতার সুরে বাঁধা থাকে। আমাদের কবিদের দুর্ভাগ্য তাঁরা সেইসব মানুষের কাছে পৌঁছোতে পারেন না। যদি পারতেন তাহলে তাঁরা এমন নিঃসঙ্গ বোধ করতেন না, অন্তত নিঃসঙ্গতারও শরিক পেতেন। মায়াকোভস্কি তাঁর এক প্রবন্ধে বলেছেন শতশত কারখানায় শ্রমিকদের সামনে তিনি কবিতা পড়েছেন, সকল শ্রোতা সাড়া দেয়নি এমন ঘটনা কখনো ঘটেনি। তবে একথাও ঠিক যে নতুন ধারা, নতুন প্রকাশপদ্ধতি প্রাথমিক পর্যায়ে নিশ্চয়ই কিছু বাধার সৃষ্টি করে, অপরিচয়ের বাধা। তাই প্রয়োজন পরিচয়ের সুযোগ বাড়ানোর। মায়াকোভস্কির সিদ্ধান্তেরই প্রতিধ্বনি করে বলা যায় : 'কবিতার বোধ্যতাকে সংগঠন করতে হয়।'

[রবীন্দ্র পুরস্কার গ্রহণকালীন ভাষণ]

CRYSTAL
FOR
WATER TREATMENT PLANT
✱
Crystal Filter Company
33/1/1, Natabar Paul Road,
Howrah-1 West Bengal
PHONE : 66-2420

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

সময়

□

দুরন্ত সময় হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে যেতে
রেখে যায় ধুলোবালির স্তূপ,
বারান্দায় তুলসীতলায় বেড়ে ওঠে জঞ্জাল।
কিছুদিন আগে হাত নাড়তে নাড়তে
মঞ্চে উঠে যারা সোরগোল তুলেছিল
আজ তাদের অনেকেরই বুকের হাড়ে ব্যথা,
সময়মত স্পেসমেকার না লাগালে
হয়তো বা মৃত্যু।

দুরন্ত সময় হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে যেতে
হো হো ক'রে হেসে ওঠে, মনে করিয়ে দেয়
খুব দ্রুত ছুটতে না পারলে পতন অনিবার্য।
এক এক সময় ইচ্ছা হয় স্বপ্ন দেখার—
সমুদ্র সৈকতে বসে আছি, পায়ের কাছে
আছড়ে পড়ছে উত্তাল ঢেউ,
সাহসী ধীবরদের নিয়ে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে
মাছ ধরার ডিঙি নৌকোগুলি ;
কিংবা অন্য এক দৃশ্য ঃ পাহাড়তলীর পথে,
চতুর্দিকে অরণ্য, দূরে পাহাড়,
নির্জন পথের বাঁকে কৌতূহলী মুখ,
কখনো বা শিকারীর গুলির শব্দ,
কুকুরের ডাক।

কেন এরকম হয়
আমরা স্বপ্ন দেখে তুষ্ট থাকি,
চোরাবালি সামনে আছে জেনেও
নিশ্চিন্ত ; যেন কেউ
আমাদের কাঁধে ক'রে ভয়ঙ্কর পথটা
পার ক'রে দেবে!
ইচ্ছা হয় একবার সূর্যকে ডেকে বলি ;

আমাদের জীবনে নতুন রক্তধারা বইয়ে দাও,
সমস্ত কবিতাকে সোনালী ফেনার মতো
উচ্ছল ক'রে দিও ;
অথচ সূর্যের শোনবার সময় নেই,
হাওয়ার দাঁড়িয়ে যাবার সময় নেই,
বারান্দায় তুলসীতলায় বেড়ে ওঠে জঞ্জাল।

একদিন যেমন শুরু হয়েছিল
আমরা ফিরিয়ে আনব কবিতার জগতে অন্তরঙ্গতা,
কুয়াশার পথ পার হয়ে বুক ভরে শ্বাস নেব
বিস্ফোরণের মুহূর্তগুলো অতিক্রম ক'রে।
আপাতত দন্তের ঘোড়াগুলো বড়ো বেশী
কর্ণভেদী ডাক ডাকছে,
ওদের একবার শায়েস্তা করতে পারলে
হেসে উঠবে তুলসীমঞ্চ,
আসবে আলোকের বর্ণধারায় সৃষ্টিকে
ধুইয়ে দেবার সময়॥

কৃষ্ণ ধর

একটি সামান্য শোকসংবাদ

□

যেমন রোজই ছাপে খবরের কাগজে
ভিতরের পাতায় নিচের দিকে
চৌদ্দ পয়েন্ট এক লাইন সাব হেডিংয়ে
নিরুত্তাপ ব্যঞ্জনার এক একটা সামান্য শোক সংবাদ।

তার ভাগ্যেও এর বেশি জোটেনি কিছুই
পঁচিশটি শব্দে গোটা জীবনের সারাৎসার
রিপোর্টারের কলমে
সব চুকেবুকে যায়।

একদিন পর সবাই ভোলে অনায়াসে তার কথা

খবরের চাপে মৃত্যু হয় বাসি খবরের
এটাই নিয়ম।

অথচ জানল না কেউ জীবনের সবটাই সে
খরচ করেছে সুন্দরকে ফোটাবার জন্য
তার স্বপ্ন ছিল, প্রেমভালবাসা কাতরতা সব ছিল
জীবনকে ছন্দে গেঁথে গতির চাকায় বেঁধে
অন্য এক মহিমায় পৌঁছে দিতে চেয়েছিল সে।

সে সব খবর কিছুই ছাপেনি কাগজে
কোনোদিন ছাপবেও না
যেমন ছাপেনি তার অন্তরীণ হৃদয়ের কথা
ছাপেনি যেমন তার সুখ দুঃখ, ব্যর্থতা ও
হৃদয়ের জ্বর।
সূর্যাস্তে মায়াবী মেঘের রঙ দেখে সেও কোনোদিন
কবি হতে চেয়েছিল
অথচ আমৃত্যু সে ঘাড় গুঁজে সাংসারিক কাজকর্ম
নিখুঁত করেছে, পিতা, ভ্রাতা কিংবা স্বামীর পোষাকে
যখন যেরকম।
সংবাদে এসব কিছুই নেই
হলদে নিউজ প্রিন্টের বুকে কালোকালির অক্ষরে
ছাঁটকাট হয়ে যায় এইভাবে প্রতিদিন
মানুষের জীবনের অন্তরঙ্গ কথা।

মানুষের ঘর বাড়ি

□

এই কংক্রিটের জঙ্গল ভেঙেচুরে ফেলে
একদিন মানুষের জন্য নিজস্ব সুন্দর প্রচুর ঘরবাড়ি বানানো হবে।
সভ্যতার ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে
এরা অনন্তকাল ঘুরে বেড়িয়েছে
কোথাও ঢুকতে পারেনি চমকমহলের ভেতরে।

আজ তার সন্তানসন্ততিদের জন্য মাথা গোঁজার ঠাঁই বড় জরুরি

এমন হাজারে হাজারে ঘরবাড়ি বানানো হলে
পৃথিবীকে জমজমাট করে রাখবে আকাশের তলে।

মানুষের ঘরবাড়ির দেয়ালে আকাশের নীলিমার সঙ্গে মিলিয়ে
অরণ্য শোভার মতো রঙ দেওয়া হবে
মানুষের ভালবাসাও তখন জোর বেঁচে যাবে
বাগানের চার কোণে যুঁইলতা লাগাবে তখন
আগামী বর্ষার জলে স্নান করে নরম সুবাসে
বাতাস ভরিয়ে রাখবে সারাক্ষণ।

মানুষের ঘরবাড়ি ভালবাসা সুখস্বপ্ন এইভাবে
নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে থাকবে গলাগলি করে ফুলেরই স্বভাবে।

সলিল লাহিড়ী

অগ্নিকণা

□

আগুন জ্বলছে মধুবনীর জংগলে,
আগুনে—শাল, তমাল যে সব পুড়ে গেল।
আগুন লেগেছে দেওদার বনে,
আগুনে—সবুজের সবছায়া যে নিভে গেল।
আগুন লেগেছে ভাগীরথী—জলঙ্গী—সুবর্ণরেখায়,
আগুনে—ছলাৎ শব্দে স্রোতোস্বিনী সব হারিয়ে গেল।
আগুন লেগেছে বাতাসে বাতাসে,
আগুনে—হরিতের সব সমারোহ মুছে গেল॥

আগুন জ্বলছে চোখে-মুখে-বুকে,
সে আগুনে মানুষ নিভছে না, শুধু, জ্বলছে, জ্বলছে,
আরও আগুন হয়ে, জ্বলন্ত অগ্নিকণা হয়ে।
আগুন কি অগ্নিকণা মানুষদের মুছে দিতে পারে?
অগ্নিকণা মানুষরাই দেওদার বনের চেয়ে ঋজু,
মধুবনীর জংগলের চেয়ে সঙ্ঘবদ্ধ,
ভাগীরথী সুবর্ণরেখার চেয়েও দুর্জয়॥

আনন্দ বাগচী

পুরোনো পাড়ার গল্প

□

রাস্তা আরো ঘিঞ্জি, আরো নোংরা, মুখগুলো অচেনা
সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে কিছু ভ্রূকুটির মত লেগে থাকে
চারপাশের বাড়িঘর খোলনলচে বদলে, পলেস্তারা
খসিয়ে ডিসটেম্পার করা ঘবে গ্রীলের জানলায়
অ্যালবামের মত কোনো মিষ্টিমুখ আচমকা নতুন
কোনো গল্প উস্কে দেয়।
তিরিশ বছর যেন সুতো ফাতনা বঁড়শি তুলে নিয়ে
ফিরে গেছে নিজের ডেরায়। সাইনবোর্ড
দেওয়ালের লেখাটেখা, পালটে গেছে, চেনা যায় না দেখে
পুরোনো পাড়ায় আজ
স্তম্ভিত দাঁড়িয়ে আছি একা।

ঈশ্বর দত্ত

অসঙ্গতি

□

আমরা মানুষকে অন্ধকার থেকে ক্রমশই
আনবো আলোয় যদিও লোডশেডিং

আমরা মানুষকে দেখাবো মুক্তির পথ, নতুন দিগন্ত
সুন্দর উজ্জ্বল যদিও লোডশেডিং

আমরা অতীত থেকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের দিকেই
এগোচ্ছি এগোচ্ছি যদিও লোডশেডিং

আমরা ডাক দিচ্ছি : এসো
কে কোথায়, কে কোথায় বন্ধু বাড়িয়ে দিয়েছি
এই হাত, যদিও লোডশেডিংয়ে দুষ্ট দানব
কালো ছায়া ফেলেছে এখন।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

মন্দিরের থেকে বহু শতাব্দীর অন্ধকার

□

মন্দিরের থেকে বহু শতাব্দীর অন্ধকার আজ
বেরিয়ে পড়েছে পথে, এক অংশ ঢুকেছে জঙ্গলে
বাদুড়ের মতো ঝুলে রয়েছে গাছের ডালে ডালে
কিছুটা আঁধার গেছে মিশে ঐ সবুজ পাতায়।
পাতাকুড়ানিরা কিছু অন্ধকার ঝুড়িতে রেখেছে
শুকনো পাতার সঙ্গে, কুচো কাঠ তাদের সঙ্গেও
মিলেমিশে আছে, ভুল আগুনে পুড়বে বলে আছে
ভিক্ষে-করা ভাত হবে বলে ওরা মিলেমিশে আছে।
মানুষের মধ্যে নেই মিলেমিশে থাকার সভ্যতা
জন্তুদের মধ্যে আছে মিলেমিশে থাকার সভ্যতা
মন্দিরের থেকে বহু শতাব্দীর অন্ধকার আজ
বেরিয়ে পড়েছে পথে, ইঁদুর ছুঁচোর মতো পথে॥

দুলাল ঘোষ

ফলে

□

আমার শরীরে ঘাম নেই। ফলে ভিক্ষা চাইতে হয় 'প্রেম'
—ভিখারীর কাছে
রুমালের গিঁটে গতকালের ভাঙানো আধুলি
খুলে ফেলে
কিনতে হয় আমার গতজন্মের পাপ……

সে আসবে। নিজের বয়স চুরি করে
আমাকে অপেক্ষা করতে হয়
যা আমি একদম পছন্দ করি না
—সেই কোকিলের শিশ্ আমায় রপ্ত করতে হয়
—ঘণ্টার পর ঘণ্টা

আমার শরীরে ঘাম নেই। ফলে কারো অনুকম্পা
আমার প্রয়োজন হয়

শিশুর হোমটাস্কের মতো আমায় মুখস্থ করতে হয়
—রবীন্দ্র রচনার অংশ বিশেষ
নিজেকে অভিসম্পাত দিয়ে (যা আমি একদম পছন্দ করি না)
বলতে হয়
—আমি ভীষণ অসুস্থ, এবার আর হয়ত বাঁচবো না।

ভালো মানায়

□

চোখের থেকেও স্বপ্ন দেখা আরো কাছের, ভালো মানায়
হাত বাড়ালেই—হলুদ বাড়ি
সাজানো বাগান
ইচ্ছে হলেই ছুঁতে পারি—
হাতির দাঁতের কলমদানি
ডবল ডিমাই রঙিন কাগজ
টেবিল জুড়ে হুমড়ি খাওয়া দিনপঞ্জী
ইচ্ছে হলেই—সবুজ শাড়ি,—এক নিমেষে টেরিন সার্ট
বেলবট্‌সে দারুণ মানায়……
সুন্দরী ট্রাম ঘ্যান ঘ্যানিয়ে যাচ্ছে কোথায় ?
হাত বাড়ালেই ট্রাফিক জ্যাম
—উঠতে পারি
চোখের থেকেও স্বপ্ন দেখা আরো কাছের, ভালো মানায়।

প্রশান্ত রায়

ক-টা পুতুল

□

১

আর নয়, এবার ক-টা পুতুল গড়ব।
নিয়ে এসো কিছু জল আলো বাতাস
আমি শব্দে সূর্যের রঙ মেখে
নিপুণহাতে চকচকে কবিতার শরীর,
ঠিকঠাক আয়নাপরীকে টেবিলে বসালাম।

২

হঠাৎ লোডশেডিং!
বড় অসহ্য—প্রতিদিন একই ;
কাগজের হেডিং
অসহ্য !
আলো বন্ধ, বাতাস বন্ধ
এসময় বসন্তের বাতাস হিড়হিড় করে গ্রামকে শহরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে
আমরা শরণার্থী পুতুলের মতো সারি-সারি
তিন তলা থেকে নেমে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।

৩

আরে এ-কি ?
শব্দে সূর্যের রঙ মেখে প্রজাপতি
ফিটফাট মুণিবিবি কোথায় যাচ্ছেন…
অন্ধকার লেবুবন বা শাল মহুয়া-দেবদারু বনে
বাঘমুণ্ডি বা পাঁচমুড়া পাহাড়ে
যেখানে সূর্যকে মানায় বেশ।

৪

যতই নিপুণ ভাবিনা কেন,
নূতন-নূতন কচি-কচি ভাবনায়
কখনো ঘাড় বেঁকে যায়, কাঁধ টলে যায়
মাথা ঘুরে যায়।
নিজেরে নিজে কি দেখা যায়—
নিজের কথা নিজে শুনতে শব্দের পুতুলগুলি রাখছি এ টেবিলটায়।

৫

শব্দে সূযে র রঙ নয় কিছু লোডশেডিং মাখিয়ে
নিপুণ হাতে কিছু পুতুল গড়ব ভাবছি—

এও সম্ভব নাকি,
অন্ধকারে চোখ আঁকা যায় ?

৬

না হয় সারা অঙ্গে লোডশেডিং মাখিয়ে দিলাম
এবার চিনতে পারবেন ?
ভ্যানিসিং ইঙ্ক কিছু রাখুন
প্রয়োজনে সারা দেয়ালজুড়ে তুলি টেনে দেবো—

৭

এবার গাছ আর পাতাকে জিজ্ঞেস করব
—তুই কেমন আছিস ?
তার গায়ে পেরেকে আঁটা—'এ শহর আপনার
একে সুন্দর রাখুন।'
বড় করুণ দৃষ্টি রেখেছিলাম—দৃষ্টি-ঝাপসা ভেবে !
চারদিক পুতিগন্ধ জঞ্জাল,
লোডশেডে বেশ আছি
নেশার ঝোঁকে কৈশোর টপ্‌কে অন্ধকারে ফুল ছিঁড়ছি।

৮

আরো কিছু পুতুল বাকী—
সুর্য আঁকতে গিয়ে মল্লিকা নয়
যোনীর ভিতর কালো বৃত্তে জিজ্ঞাসা রাখি :
—কি উপহার দেবে, অশ্লীল ?
একজন সুবেশা ফর্সা-সুন্দরী রিস্পেসনিস্ট লোডশেডিংয়ের অবকাশে
অফিসেই শুকনো-রুটি সর্বশক্তিতে ছিঁড়ছিল দেখে বললাম—
অপসংস্কৃতি, অশ্লীল !

৯

এগুলি বাণীমঞ্জরী নয়, পুতুল।
শব্দে লোডশেডিং ; মাখিয়ে দিলে
কেমন হয়—একস্‌পেরিমেন্ট করছিলাম।

অমিতাভ চৌধুরীর ছড়া

ভবিষ্যতের দশকিয়া

□

দুই হাজার এক,
সি-এম-ডি-এ গর্ত খোঁড়ে, দ্যাখ্ দ্যাখ্ দ্যাখ্।
দুই হাজার দুই,
বেকার আছে রামা-শ্যামা, বেকার আছি মুই।
দুই হাজার তিন,
নেতাদের রোজ লম্বা ভাষণ,—'আসছে শুভদিন'।
দুই হাজার চার
চতুর্দিকে লোড শেডিং, শুধুই অন্ধকার।
দুই হাজার পাঁচ
পাতাল রেলের কাজ চলছে, কাটা পড়ছে গাছ।
দুই হাজার ছয়
চোরাবাজার, কালোবাজার, ভেজালদারের জয়।
দুই হাজার সাত
ধর্ম নিয়ে মারামারি, রয়েছে জাতপাত।
দুই হাজার আট
ট্রামে-বাসে বাদুর ঝোলা, ট্যাক্সিতে বিভ্রাট।
দুই হাজার নয়
দেশ বিভাগের বলি যারা, বাস্তুহারাই রয়।
দুই হাজার দশ
তেমনি আলো, তেমনি হাওয়া, ভালোবাসায় বশ।

বিনয় মজুমদার

তেরোশ ছিয়াশী সালে

□

তেরোশ ছিয়াশী সালে আজকে তেসরা জ্যৈষ্ঠ। বিকাল বেলায়
প্রবল বাতাস বয়ে চলেছে এখন ফলে লেখার খাতার পাতা উড়ে
হাতের উপরে পড়ে ; গাছপালাগুলি খুব দুলছে বাতাসে।
এখন আমার ঘরে পশ্চিমের জানালাটি দিয়ে রোদ এসে

পড়েছে আমার খাটে মনোযোগ দিয়ে দেখি বিছানার উপরে পড়েছে
বিকালবেলার রোদ। বিছানার চাদরের কালো ও হলুদ দাগগুলি
রোদ্দুরে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এবং আমি গাছে বাতাসের শব্দ শুনি।
আমার ঘরের এই পশ্চিমের জানালার নিকটেই লাউরাচা, আমি
বহুক্ষণ ধরে এই লাউমাচাটির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে
লাউপাতাগুলি দেখি এবং সবুজ রঙ লোচনের পক্ষে উপকারী।

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

এক বর্ষার পদ্য

□

তোমায় একা গহীন দেখে, আহ্লাদে
হঠাৎ আমি বৃষ্টি হলুম, গহীন গোপন গভীর বৃষ্টি।
তোমার আমি গা ধোয়ালুম,
পা ধোয়ালুম, বুক ধোয়ালুম, মুখ ধোয়ালুম,
তোমায় আমি চান করালুম,
সুখের স্পর্শে উত্তাল হলুম, ভীষণ উত্তাল,
গলতে গলতে
শ্রাবণ মাসের বৃষ্টি যেন
নেমে এলুম
তোমার শুভ্র পায়ের নিচে হঠাৎ বিনা শর্তে।

তুমি ?
শুনলে কেবল বুকের ভেতর গোপন পদধ্বনি।
ঘুম ভাঙা এক গাছের মতো
সদ্য স্বাধীন
সবুজ হলে, সতেজ হলে, ফুল ফোটালে, হাওয়ায় দুললে
অবিরল এক বৃষ্টিধারায়
হঠাৎ হঠাৎ নেচে উঠলে

তুমি ?
বুকের ভেতর অহরহ শুনলে পদধ্বনি,
শুনলে কেবল শুনলে।

আমি বললুম, এই যে আমি, দ্যাখো,
অবয়বহীন
পড়ে আছি তোমার পায়ের কাছে,
একটুখানি আমায় তুলে ধরো,
একটুখানি তোমার বুকের কিংবা ঠোঁটের মাপের সমান করো,
আবার আমি আগের মতো শরীর পেতে চাই।

হাসলে তুমি হাসলে কেবল হাসলে
লজ্জাকরুণ, দ্ব্যর্থ গহীন, দহনভরা গভীর গোপন হাসি।
ঘোড়ায় চড়ে অবয়বময় আসছে অন্যজন ?

আমার আছে নিরবয়ব আত্মসমর্পণ।
আরেকবার যে বৃষ্টি হব
এমন সাধ্য নেই।

দাবা খেলা

□

১. চোখ বুজলেই চোখের সামনে দেখি,
শঙ্খশাদা নারীরা সব ডাকছে ইশারায়।
চোখ খুললেই চোখের সামনে দেখি,
কার্ণিসে কাক সারা দুপুর একলা ডেকে যায়।

২. ঐদিকে কার ইশারা, আর
এইদিকে বাস্তব ?
মাঝখানে যার ঝুলে আছে
মস্ত ফুলের টব।

৩. এই চেয়ারটায় বসি একটু, আরাম করে বসি,
আপনি মশাই ঐ চেয়ারে বসুন।
এই চেয়ারটা ছিল হংসরাজার,
ঐ চেয়ারের মালিক হলেন খুন !

অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

রাজপথ

□

ভিখিরি মেয়ের খিদে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়ে চাঁদ
রাজপথে একা হেঁটে যায়
আসলে পরান্নভোজী বিম্বিত ব্যক্তিত্ব তাকে দুঃখিত করেছে ;
নিসর্গ পাতার মত দিগন্তের পরপার
ভেঙ্গে যাচ্ছে হাওয়ার থাপ্পড়ে।

হাওয়া তার আদিম জিঘাংসা নিয়ে
ভিখিরি মেয়ের দিকে ছুটে যায়
মাঝখানে দীর্ঘ দেবদারু
ছায়া দিয়ে ঢেকে দেয়
ভিখিরি মেয়ের খিদে, উদোম শরীর
হন্যে হয়ে নেমে আসা বিকলাঙ্গ স্বপ্নের শিশুরা
তাকে ঘিরে ধরে।

গৌতম গুহ

ফিরে আসা

□

সবকিছু ফুরিয়েছে যার
কঠিন আগুন ফুরিয়ে যায় না তার চোখ হতে
দুই চোখ
দিগন্তের প্রান্ত হতে ছুটে আসা
মত্ত ঘূর্ণি
বা হিংস্র জরুরী প্রশ্নের মতো তাড়া ক'রে
মরদের কাছা খুলে দ্যায়।

সেরকম ফুরিয়ে যাওয়া মানে
বোধহয় ফুরিয়ে যাওয়া নয় ;
বোধহয় এর মানে
ঘুর পথে পূর্ণতায় ফেরা
যোগ্যতায় ডাগরটি হয়ে।

কলকাতার গলে যাওয়া পথের অগ্রে ও পশ্চাতে
জিজ্ঞাসায় হন্যে হয়ে মাথা খুঁড়ি
—এইকী শূন্য হওয়া ?
না উঁচু কাঁধের ঢেউ হয়ে ছুটে আসা
ছাতিফাটা গ্রীষ্মের মাটিতে ;
আমি এর উত্তর না পেলে বোধহয় পাগল হয়ে যাবো।
বোধহয় এই
বাহ্যজ্ঞানহীনতার মূল্যই থাকবেনা কিছু

সংক্ষিপ্ত প্রাণমূলে মেতে ওঠে
প্রাঞ্জল প্রশ্নের এই ঝড়।

মতি মুখোপাধ্যায়

ঈশানের মেঘ

□

ঈশানের পুঞ্জমেঘ এখনো কি পুরাতন অভ্যাসের বশে
অন্ধবেগে ছুটে চলে আসে
এখনো কি বর্ষশেষে পুরাতনী জীর্ণতাকে সপাটে হাঁকিয়ে
ছক্কা মারের মতো নামে ঝড়
এখনো কী কবিগুরু কাঙ্খিত বেণুকুঞ্জ থেকে
বিপ্রতীপ কৌণিকে আমাদের অতিপ্রিয় শহরমুখী
জনস্রোতের মতো নবীন জীবন ছুটে আসে ?

আশায় কেবলি কাটে চৈত্রের অন্তিম বার্ষিকী
নোতুন বছর যেন
ছাপাখানা ধর্মঘটে অমুদ্রিত ক্যালেণ্ডার থেকে
স্বস্তিকা-চিহ্নিত ঘট, আম্রপত্র, নোতুন খাতায়
এবং খলিফা কোন বেনিয়ার ঠোঁটে
ঝুলন্ত হাসির সেতু, নিমন্ত্রণ পত্রের অক্ষরে
উর্ণনাভ জাল বোনে, দক্ষিণে ও বামে
মিষ্টান্ন কি থ্রি-এক্স রামে, যে যেমন

যে মাছ যেমন টোপ চায়
এই আর কি !

ঈশানের পুঞ্জমেঘ আজো যেন পুরাতন অভ্যাসের বশে
রাতকানা পাখির মতোন
আমাদের জীর্ণ গৃহে, বুকের কোটরে
অসহায় ডানা ঝাপটায়।

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

মিছিল

□

লেদ মেশিন চালাতে চালাতে
এবং
পিস্তলে শিস দিতে দিতে
এবং
যোনিলিঙ্গের অক্ষর বলতে বলতে

চোখে টিভি
ঠোঁটে পপ্
মুখে রাজার মাপের সিগারেট

আর সময় নেই

সেগুন মেহগিনি
ঝাড়লণ্ঠন তানপুরা
সরাও

লোক আসছে
ঘর খালি কর

মণীন্দ্র ঘটক

মাস্টার মশায়

□

সকলেই দেখেছেন
একজন মাস্টারমশায় বেত হাতে
অংক না মিললে সপাং সপাং
সকলেই দেখেছেন একজন মাস্টারমশায়

এখন আমার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে বেতের বাড়ি
কেননা, কিছুতেই অংক মেলাতে পারছি না
সারা জীবন সারাটা জীবন কেবল অমিল
মাস্টারমশায় বেত উঁচিয়ে
হঠাৎ হঠাৎ সপাং সপাং
হৃৎপিণ্ডের রক্তপ্রবাহের মধ্যে ॥

সত্য গুহ

এই গ্রহে ভালোবাসা

□

আরে ! আগেভাগে তুই কী করে আমার আগে এলি বল্ দিকি
পরেছিস শাড়ি নীল, ভরাকোটাল শরীরে, আহা, ইচ্ছা যায় শিখি
এই বেলা তোর কাছে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠা, মনে পড়ে সেই যে সঙ্গম
কী এক গাছতলায় আমারে শিখিয়েছিলি, হোক না আবার সে-রকম

অনেক তো মাশুল দিতে হোলো ভালোবেসে—এই বিংশ শতকেও
হাড়ে হাড়ে ধরে আছে প্রভুর অসুখ, তা, বলিহারি দিচ্ছি তোকেও
জানার কি দরকার ছিলো তুই নারী আমি নয়, হায়,
সকলই জেনেছি বলে জন্ম জন্ম দহে যাই—জ্বলে যাই রূঢ় পিপাসায়

সকলই ইচ্ছা তোর, নষ্ট হয়ে গেছি তবু তোর প্রতি কোনোদিন
জাগেনি বিক্ষোভ
প্রেম আছে হাহাকার আছে, দেখ, বৃক্ষ হয়ে গেছে ভিত-এ তোরই
হাতে রুয়ে দেয়া লোভ

প্রতি রোমকূপে জিহ্বা সারাক্ষণ তোকেই ধেয়ায়
অথচ জোয়ার দিয়ে এসে তুই, কী যে হয়, দূর নাগাল তোর ছায়া
ভাঁটার সীমায়

সে যাক, গরাদ থেকে বেরিয়েই তোর দেখা আবার তো পেলাম
কিন্তু, একী শ্রী হয়েছে, কাঁচা বয়সের যাদু তোর কই, হয়ও নি তো
বসন্ত উদ্দাম

নতুন গল্পের আয়োজনে, তবে কি, এই মেয়ে
চোখে চোখ রেখে বল্‌তো, গর্ভভার মুক্ত হতে তোকে কি বালিকা বেলা
হয়েছিল দেবদারু ছায়ে

কুন্তীর মতন আর বহু ভোগ্যা হতে হয় অক্ষম প্রভুর নামে নাকি, বল্,
কী হোলো বা তোর
খাটাতে কী অনিচ্ছুক আবার আমার পরে ভালোবাসা ইত্যাদির জোর
তুই ছাড়া কী আছে বা আমার বৈভব
তোর যদি ইচ্ছা, নারী, ভরা স্বাধীনতা সাম্য শান্তির জন্যেই বিপ্লবের
জন্ম সম্ভব

আমাকে শিখিয়ে দে কাঁচা বয়সে অর্ধমনে যা শিখে হয় নি পুরো পড়া
সকল জনম ভরে কাঁদি ও কাঁদাই তোরে উর্বরতা ভরে ফেরে খরা
অনন্তনক্ষত্রবীথি তলে শুধু তুই আর আমি
শৃঙ্খলিত করজোড় ছিঁড়ে গেছে আমাদের ধোঁয়া ধূলো আঁধারের এই
এই গ্রহে ভালোবাসা সাতটা স্বর্গের চেয়ে দামী।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গণশিল্পী **অজিত পাণ্ডে**র কণ্ঠে গণসঙ্গীতের নতুন রেকর্ড (Ne. 2226-0271) হয়েছে **ইনরেকো** থেকে।

- ওরা আমাদের গান গাইতে দেয় না পল রোবসন.....
- একটা গল্প বলি শুনুন (আট ঘোড়ার গান).....
- একই আকাশ একই বাতাস.....
- রাতকে বিতাইলাম হো দিনকে বিতাইলাম হো.....

উত্তম দাশ

ঘুরে ফিরে

□

ঘুরে ফিরে দেখে আসি
খোলা ভেঙে বেরুল কি
খড়কুটো কতটা গরম হলো বুকের আগুন

ঘুরে ফিরে
খড়কুটো
ভাঙা খোলা
বুকের আগুন

অপূর্ব মুখোপাধ্যায়

কি জন্যে বিদ্যুৎ চাই ?

□

বিদ্যুৎ চেয়ো না
পাঁজরায় হৃৎপিণ্ডে ফুসফুসে যা কোথাও নেই
কে দেবে তোমাকে ?

কি জন্যে বিদ্যুৎ চাই ?
ক্ষিধে পেলে টারবাইন চিবোবে
বয়লার চাটবে, নাকি
চুষে খাবে ট্রান্সমিশন লাইন ?
জলবিদ্যুতে, তুমি ভেবেছ কি
তেষ্টা মেটাবে ?

বিদ্যাসাগরের কথা মনে রেখ
জেনে রেখ, পৃথিবীর ইতিহাসে
বিদ্যুৎ নেহাতই অর্বাচীন !

এমন কি সঙ্গমেও বিদ্যুৎ লাগে না।

কেমন মসৃণ নিটোল রক্তহীন
অন্ধকার ছেয়ে দিচ্ছি,
অন্ধকারে মানুষের কত কাজ থাকে !

আলো শুধু পাপই দেখায়।

আমার কোথাও যার এককণা নেই
আমাকে বিব্রত কর তার জন্যে
কেন বারবার ?

যাও
ঐ অন্ধকার পথে নেমে, ডুবে যাও।

বিদ্যুৎ চেয়ো না।

শ্যামল পুরকায়স্থ

যদি তুচ্ছ কর সংস্কার

□

শেষ পদ্য লিখি বিদ্যুৎ সংকটময় কোনো এক মধ্যরাতে চাঁদের আলোয়
বিছানা ছেড়ে ধড়ফড়িয়ে উঠে অক্ষরমালায় গাঁথি বিষণ্ণতা
দেখতে দেখতে ক্যালেণ্ডারের পাতা বিবর্ণ, ধূলিমলিন ;
চিরকালীন সূর্য ডুবে যেতে যেতে রাখে রক্তিম প্রলেপ—
আশা-নিরাশার মাঝ বরাবর কপালে কুঞ্চিত রেখা ফোটে।

কয়েকটি দিন আগেও জীবন বদল করবো বলে দুরন্ত উল্লাসে
ঝাঁপ দিয়েছিলাম।
তখন কি জানতাম, জুড়িগাড়ির চাকা ভূস্তর ভেদ করে গেছে ?
দুর্ভাগ্যে অভিমানে সঙ্গিনী চেয়ে আছে পরম করুণাময় সারথির
মুখাপেক্ষী হয়ে ?

মিলিয়ে দেখেছি জন্মলগ্ন, রাহু ও কেতুর প্রবল বেষ্টনীতে
কালসর্প যোগ—

গণ্ডী কেটে রেখেছে একাকী নিস্তরঙ্গ এঁদো পুকুরের ধারে।
নিরুপায় তবু আজ মরীয়া হয়েছে—জ্যোতিষ চর্চা ছেড়ে
শক্ত করে ধরেছি কলম—কালসর্পের ওই বেষ্টনী মুক্ত হবোই।

অন্যথায় অপরাজিতা ফুল ঝরে গিয়ে মিশে যাবে কর্দমাক্ত জলে—
ব্যাস্ এই তো সারাংশ ?
আর যদি সংস্কার তুচ্ছ করতে পারো তবে সংস্কৃতির কাছে
দুটি জীবন হবে ঋণী—
নয়তো নিঃসঙ্গতার দিনে প্রেরণা হয়েই থেকো কবিতা লেখার।

জহর সেনমজুমদার

চলো, যাই

□

ইস্কুলবাড়ীর উঠোনে সাদা জামা ও লাল স্কার্ট পরা মেয়েরা
দেশাত্মবোধক গান গায়···

চলো ওইখানে যাই ;

মেঘময় ঝাপ্‌সা চতুর্দিক, লাঙ্গল কাঁধে কিছু মানুষ
মাঠে যায় আনন্দে···

চলো ওইখানে যাই ;

মন্দিরের চূড়োয় সূর্য ওঠে, শ্বেতশুভ্র পুরোহিত
পূজোর ফুল ছড়ায়···

চলো ওইখানে যাই ;

হাঁটতে হাঁটতে ঘুরতে ঘুরতে একসময়
প্রণয়ের গভীর আশ্লেষে আমি উচ্চারণ করবো
সেই কথা ঃ
ভালোবাসি ভালোবাসি !

মনে হয়

□

মা বলতো :
খোকন সোনা বড়ো হবে ;

বাবা বলতো :
খোকন সোনা মানুষ হবে ;

বড়ো হয়েছি আমি প্রাপ্য ও সম্মানে
কিন্তু মানুষ ?

আমার ঘরের সামনে
ভিখিরী কৌটো নাড়ে
মুখ ঘুরিয়ে নিই···

আমার চোখের সামনে
প্রিয় মানুষ লাঞ্ছিত হয়

আমি নির্বিকার

হাঁটাচলা গূঢ়ইচ্ছা
জীবনযাপনে
মাঝে মাঝে মনে হয়
বড়ো হয়েছি ঠিকই
কিন্তু মানুষ ?

ষাটের দশকের সব বিশিষ্ট কবির সচিত্র জীবনপঞ্জী সহ
ষাটের বাংলা কবিতার এক লক্ষ্যভেদী উজ্জ্বল দলিল

সময় ষাট

প্রস্তুত করেছেন ষাটেরই অন্যতম বিশিষ্ট কবি শান্তনু দাস

গৌতম বাগচি

অবৈধ

□

খেলাচ্ছলে প্রতিদিন কে তুমি আগুন জ্বালাও
লোহার নূপুরে বন্দী করো শহর
প্রিয় দুঃখ ভুলে গিয়ে নির্মম গীটার বাজাও।

বন্দীমনের অমল রোদন বসন্ত বালক কাঁদছে
অবৈধ নূপুর·· বাজবে এবার
গোপন বুকে ব্যথার বয়স বাড়ছে।

অর্জুনতীর জানে

□

প্রান্তিক অরণ্য জুড়ে
অর্থহীন মর্মরিত শব্দমালা খসে পড়ে আছে
প্রথমে যাই ভিক্ষে চাই দর্পিত বনানীর কাছে।

অহংকারী বৃক্ষের দেশে
কবে থেকে একা একা জেগে আছি নিজে
অনার্য-ধর্ষণে দেখেছি শোভন শব্দেরা—
গেছে প্রিয় রক্তে ভিজে।

অরণ্য ! অরণ্য ! কাঁদে কুন্তী হাওয়া
অর্জুন তীর জানে কোন্ আঙুলে ছিলা টেনে
দর্পিত বৃক্ষের কাছে শব্দ যাবে পাওয়া।

আজন্ম সলজ্জ সাধ
সবুজ শব্দমালায় তোমাকে সাজাই
আমি এক শব্দ নিষাদ।

দেবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

একটি কবিতা

□

শুনেছি আপনার নাকি দারুণ হাঁক-ডাক
বাঘ, গরু কথায়-কথায়
নষ্ট করে কাপড়-চোপড়
আজ আমি কোথাও যাবো না
আমি ভুলে যাবো ঘরবাড়ী, রত্না, খামার, বিদ্যুৎ, সেচ,
দেশের-উন্নতি, অবনতি
আজ আমি দেখে নোবো কতোদূর যায়
আপনার অলৌকিক হাত।

মৃত্যুঞ্জয় সেন

লজঝড় গল্প

□

অতৃপ্ত অসার কোন বিরাট কর্মকাণ্ডে আমিও এক নন্দিনী,
নীল লাল কাচ-মানুষ হয়ে দিনরাত বিস্ময় নিয়ে খেলা করি ;
কোথাও যেন ঘুম জমে না ওঠে, সকলের মত আমিও জেগে থাকি তাই
আশ্চর্য গুপ্তঘাতকেরা ঘুরে বেড়ায়, যে কোন মুহূর্তে তারা নর-ঠোকরা
হয়ে উঠবে বলে

আমাদের কি মৃত্যু-সচল দিন ধরে এই ফাঁদ গড়ে যেতে হবে ;
এ কথায় জবাব এসেছে রক্তাক্ত ছুরির ফলা দিয়ে

আমরা অনেকে কত সাধের গাছ পুততাম, স্বচ্ছ চাঁদের তলায়
নষ্ট হতে চাইতাম
সেই আমাদের কেউ কেউ সূর্য প্রণাম করার আগেই লৌহদুর্গে
নির্বাসিত হয়েছে,
ছুটখাট দু একজন এখন নিজেকেই শত্রু ঠাউরে আত্‌কিয়ে ওঠে

কতকাল ধরে নরকের গল্পের মত অশেষ এই দণ্ডভোগ চলবে,
গোলাম হোসেন ?

অমানুষের শিরোপা পরে আমি গুপ্তঘাতকদের দেখে এসেছি
খুব কাছ থেকে
ওরা বড় ভীতু, জ্যোৎস্না দেখলে ভয় পায়, প্রেমকে মৃত্যু সঙ্কেত
মনে করে

কে আছো সাহসী পুরুষ এবেলা যৌবনের কণ্ঠস্বর ওদের মর্মরিত করো

এত বেলা বয়ে গেলো তবু কেউ এলো না সে কোন্ সুগোপন প্রয়োজনে
তবে কি যে যার দাবার চাল দিয়ে বসে আছে প্রতিযোগী ঢং-এ ?
অথচ আমাকে যে এখনই কোকিলের ডাক শুনতে হবে,
এ মুহূর্তে কিছু চতুর্দ্দশপদী প্রেমের কবিতা লিখে স্বর্গলোকে ছুঁড়ে
দিতে হবে
উড়োপাখির পালকের ইঙ্গিতে যখন জেনে গেছি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে
কে তখন প্রচণ্ড অট্টহাসি হেসে এসব লজঝড় চিন্তা বলে আমার
অধিকার ভঙ্গ করে দেয়

প্রসেনজিৎ মল্লিক

নারী-প্রেম-কচুশাক বিষয়ক

□

কী জানি কখন রাত্রি আসে
সারাদিন কখন কেটে গেল কী ভেবে ভেবে !
রাত্রির আঁধার আসে অগণিত তারকার ভীড়ে
যে তারকা পথ দেখায়—সে কোথায় ?
স্বপ্নে উপবনে নাকি ধমনীর স্রোতে
হালভাঙা নাবিকের তীরের ইচ্ছায় ?

তবুও রাত্রি আসে অনন্ত অমোঘ
কার ফুটো ছাদ দেখে কবে ফিরে গেল অশ্রান্ত আষাঢ়।
থেই থেই বৃষ্টি নাচে বুকের চাতালে
ভেসে যায় পৃথিবীর যাবতীয় ঘর ভোলা প্রেম
জোনাকীর মত শত নারী জ্বলে পথে ঘাটে
পথে ঘাটে প্রেম, বাড়ে কচু শাক ডোবায় ডাঙায়।

অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শৈশব

□

সে কৌশল এখনই শেখাব না তোমায়—
বুকের ভেতর চুপচাপ ধরে রাখা ক্ষুধার্ত ভল্লুক,
উদ্যত বাঘ-নখ অথবা বিষের কৌটা কেমন
ব্যবহার যোগ্য হয়ে যায়! আপাতত হে আত্মজ,
প্রিয় শরীরের কাছাকাছি জেনে নাও
আত্মহনন আর আত্মরক্ষা ছাপিয়ে পৃথিবীতে
এখনও কিছু নিঃস্বার্থ ভালবাসা আছে
প্রসারিত সাগর, উঁচু পাহাড়, ব্যাপ্ত আকাশ—
যা আজ একান্ত তোমার—
আমাদেরও আছে, স্মৃতিপটে আঁকা।

সমীর ঘোষ

ছায়া-ছবি

□

আয়নার সামনে দাঁড়ালে
আমার ছবি ;
ঠিক আমারই।
জলের দিকে
চোখ ফেরালেই
শরীরের ছায়া
কেঁপে ওঠে।
মাছেদের অবাধ আক্রমণে
ছায়া ভাঙ্গে।
জলের ভিতরে, ঘূর্ণির ভিতরে
আমার ছবি-শুধু আমারই।
ছায়া ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে
এক সময় স্থির হয়।
স্থির জলে আমার ছায়া
ক্রমশঃ জমতে থাকে
আমি ছবি হই।

ভুবন ডাঙ্গা

□

আমি স্বপ্ন দেখি
সেই দেশের,
যে দেশের মাটি গাঢ় লাল
আর মানুষগুলো পাতার মত
সরল-সবুজ।

আমি স্বপ্ন দেখি
সেই দেশের,
যে দেশের মাটি রক্তের মত নিখাদ
আর মানুষগুলো টল্‌টলে সতেজ

আমার স্বপ্নের ছবিগুলো অধিকাংশই লাল
আর গাছের মত নিষ্পাপ
কিছু সতেজ মানুষ।

শুধু সবুজ মানুষের জন্যই
আমার স্বপ্নের লাল মাটি
আমার ভালোবাসার ভুবন ডাঙ্গা।

সাম্প্রতিক কবিতা যাঁরা ভালোবাসেন—তাঁদের ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্যে
দশ জন অতিতরুণ কবির কবিতার দুর্ধর্ষ সংকলন

এই সময়ের কবিতা

কবিদের উপর আলোচনা করেছেন
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুশীল রায়, কৃষ্ণ ধর, রাম বসু, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত,
ফণিভূষণ আচার্য, আনন্দ বাগচী, মানস রায় চৌধুরী, অমিতাভ দাশগুপ্ত
এবং গৌরাঙ্গ ভৌমিক।

সম্পাদনা : সুভাষ গঙ্গোপাধ্যায়

তপন গঙ্গোপাধ্যায়

একটুক্ষণের জন্য

□

ট্রাফিক সিগন্যাল নিয়ে রগড় করেছে কে ?
নড়ে গেছে কলকব্জা এধার ওধার—ক্ষ্যাপা
কুকুরের মত
লাল চোখে রাজপথ আগলে আছে ঠায়—
কেমন করে পার হবে লোকে ?

যন্ত্রের ত্রুটি বলে ষড়যন্ত্র করা
আমি অনেক দেখেছি। তবু পাশ ফিরে শুলে
যদি আর্তনাদ করে ওঠে নির্মম সাইরেন—
সহসা বন্যার জলে ভেসে যায় ঘরবাড়ী সব,
বড়ই অসহ্য লাগে। এ কেমন খেলা
যদি বাড়ী ফিরে দেখি
আমারই টাটকা লাশ পড়ে আছে মেঝের উপর ?

ট্রাফিক সিগন্যাল নিয়ে রগড় করেছে কে ?
তবে নীল সে কি আর কখনো হবে না !
একটুক্ষণের জন্য ভোলা কি যাবে না—
আমি বিপন্ন, আমি অসহায় !!

অমূল্যকুমার চক্রবর্তী

মিছিলে যাবার আগে চিঠি

□

বহুদূরের রাস্তা পায়ে হেঁটে মিছিলে যাবার আয়োজন—
আমাকেও ডাকাডাকি ক'রে জানিয়ে গেছে সুবে-সকালে,
ঐতিহাসিক অভিযানে সঙ্গী হবার কথা ভেবে দারুণ উন্মাদনা···

আমি যাব অথচ আমি যাব না কারণ ফেস্টুনে স্লোগানে
আপাততঃ ক্লান্ত আছি জানবে, দুপুর গড়িয়ে
বিকেল, ঐ পাখি ডাকা দুর্লভ মুহূর্তগুলো চৌধুরী দীঘির পাড়ে

গাছের ছায়ায় নিরিবিলি কি অদ্ভুত আনন্দ
আমি পেয়ে থাকি। কি ? ঠিক হলনা ? একান্তই যদি ক্ষুব্ধ হয়ে থাক ত
বলব, ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর প্রভু।

পাখিদের গান গাওয়া শেষ হলে সন্ধ্যার প্রহরে
উড়ে যায়—ডানায় গতির বেগ—উড়ে যায় ঘরে
ঠিকানা অজানা কোন দূরে। দৃশ্যান্তর ! বুঝি ফিরব আমিও।
দেখেনা বা দেখেও দেখেনা আজকাল হঠাৎ কখনো দেখা পেলে
নিশ্চয় দু'হাত পেতে কাঁদবে, দীপ্তিহীন চোখে
জল নেই প্রাণে তাপ নেই দুর্বোধ্য ভাষায় মোড়া আশা···
অশ্রুহীন এমন কান্নার ছবি মনে পুরু হয়ে—স্বীকার করছি—
পাথর করে তুলেছে আমার দু'চোখ আমার মাথা এমন কি আমার হৃদয়
এবং আজকাল জেনে শুনেই পেছন ফিরে চলি
যখন ছড়া-কওয়া কাঁদুনে দল এগোয় আমার দিকে।
সবই সত্যি। যদি আমি দেখেও না দেখি ত সবই মিথ্যে।
ক্ষতি কি ? বিশ্বসংসারের জমজমাট নাটক ক্রমশঃ
পঞ্চম অঙ্কের দিকেই এগিয়ে চলেছে অনিবার্য
গ্রীসীয় ঐতিহ্যে তাই সত্য হোক মিথ্যে হোক সবই সত্যি !

এরূপ সিদ্ধান্ত আজ জানাবার প্রয়োজন মনে হয়েছে
কারণ চৌধুরী দীঘির পাড়ে গাছের ছায়ায় নিরিবিলি
যা কিছু আনন্দ পাই পেয়েই হারাই তা হয়ত কোথাও
লুকিয়ে লুটোপুটি খাবে তোমাদের অপরাহ্নের মিছিলে
কারণ তুমি সেদিন বলেছিলে লিখেছ নাকি দারুণ কবিতা···
বহুযুগ হল মানুষ প্রথম যেদিন একটি যবের বীজ পুঁতেছিল
এই শ্যামলী মৃত্তিকার স্নেহভরা আঁচল আশ্রয়ে
স্বপ্নভরা আগামী দিনের শান্তি প্রেম সমৃদ্ধি ভেবেছিল···
সেই অনন্যসাধারণ ঘটনার স্মরণে গান গেয়ে
কবিতার চরণ উচ্চারণ করবে তুমি সারাক্ষণ
মিছিলের সম্মুখের সারিতে এই পরম বিস্ময় মনে প'ড়ে
এখন আমার এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিতে চাই—
মিছিলে আমিও যাব শুধু সেই অসাধারণ কবিতাটার জন্যেই।

সবার পিছে সবার নিচে আমায় স্থান দিও হে।

দেবী রায়

ওরা-এরা

□

আগে ভাবতাম, ওরা—
এখন দেখছি, এরা

ভোটের নাম বাবাজী
কাজ ফুরুলে-ই পাজি

খুব বেশিদিন নয়···
আনন্দের চোটে, হুর-রে···

আকাশপানে, জামা—
জুতো' কে-বা কারা ছোঁড়ে···

'চাঁদা দেবেন কি না ?'
চোখ রাখানো, হুমকি ;

স্বর্গে গিয়ে-ও ধান যে
ভাঙে, তারি নাম 'ত ঢেঁকি !

প্রাণ আছে. মঙ্গল গ্রহে
আর আছে, এ শহরে !

ইঁদুরের জন্য, পাতা-ফাঁদ
এবং শমন, শিয়রে !

খেলানাম বাবানাম
সাহেবের হরিনাম

স্বর্গধাম, মর্ত্যধাম
আজব এ বঙ্গধাম

প্রচারে, প্রচার
ক্রমেই সোচ্চার !

দিন-কে রাত করা—
দিন-কে রাত করা—

কেদার ভাদুড়ী

কুকুর

□

শুধু একটিমাত্র কবিতা লিখে
খ্যাতি-অখ্যাতির চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছে যাব ভেবে
প্রতি মাসে একটি করে লাইন
ইয়েস, প্রতি মাসে একটি করে লাইন লিখে
যখন দেখলুম ছশো লাইন হলো
তখন আমি বুড়ো
তখন আমি বৃদ্ধ
তখন আমি মরোমরো
মৃত্যুর কাছে পৌঁছে গেছি প্রায়।
সুতরাং, শেষ মাসে
শেষমেশ
শেষ লাইনটা লিখতেই
গভীর অরণ্য থেকে বেরিয়ে এলো
এক লক্ষ শেয়াল
দুই লক্ষ হায়না
তিন লক্ষ বৃশ্চিক
এবং লক্ষ লক্ষ রক্তচোষা বাদুড়।
আমি শেষ লাইনটা
শেষমেশ
আর একবার পড়ে দেখলুম—
শুয়োরের বাচ্চারা সব শকুন হলেও নির্ভেজাল কুক্কুর

নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

প্রিয়তমাসু

□

তুমি আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলে পারিতে ;
হয়তো আমি Employment Exchange-এ কাজ সারিয়া
গঙ্গার সৈকত-তীর্থে জীবন সম্পর্কিত আলোচনা
করিয়া তোমার কানে কানে বলিতাম :
"তোমার অঞ্চল ধরিলাম···"

কিন্তু, ফিরিয়া আসিয়া আমি দেখিলাম—
একদল দস্যু দিন তোমাকে ছড়াইয়া ছিটাইয়া দিয়াছে ;
সেখানে জন-মনুষ্যের চিহ্ন নাই ;—শুধু একটি
বিড়াল শঙ্কিত চিত্তে কি যেন খুঁজিতেছে ;
তাহার দেহে বেদনার মতো কয়েকটি
অনুতপ্ত ছাপ।
অথচ তোমার বুকের গন্ধ আমার বসুন্ধরা জুড়িয়া।

আজ আমি তোমার পরিত্যক্ত পথের দিকে
চাহিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছি—
পৃথিবীর নিয়ম-কানুন তুচ্ছ করিয়া তুমি
আর একবার মাত্র কয়েক দিনের জন্য
যদি
আসিতে পারো, তাহা হইলে আমি
আর ভুল করিব না
অর্থাৎ
হৃদয়কে আর ভিখারী হইতে দিব না।

প্রদীপ রায়চৌধুরী

কলকাতা

□

ভারী ইঞ্জিন সমেত দুর্ভাবনার পুরো ট্রেন গমগম করছে
মাথার ভেতরে
চারপাশে কোথাও লুকিয়ে আছে আততায়ী
সাইলেন্সার লাগানো বন্দুক
চাদরের আড়ালে নিজের হাতের থাবায় রাখা পাইপগান
বিশ্বাসের প্রশ্ন রাখে না
শৈশবের বাখরগঞ্জ ভেসে ওঠে মাঠ নদী
ভালোবাসা পুকুরের বৈশাখী স্নান
এতদিনে শুকনো ঠোঁট বড় বেশী যন্ত্রণার স্বাদ পেয়ে গেছে
এখন প্রতি সন্ধ্যে ক্ষোভ জমাট বাঁধে পশ্চিম আকাশে
এখন প্রতিরাতে বালিশে মাথা রেখে জেগে থাকে
টুক্‌রো টুক্‌রো ভয়

সকাল হওয়ার আগে এখন ভাবি
শৈশবের মতো শিশির মাখানো তেমনি সকাল
ফের কবে হবে
চড়াই পাখির মতো ঘাসের জাজিমে
আর কবে গড়াগড়ি দিয়ে যাবে পৌষের রোদ
আলজিভ থেকে ঠিকরে উঠছে ঘৃণা
রক্তের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে মৃত বন্ধুদের গলার স্বর
যন্ত্রণার কাক ঠুকরে খাচ্ছে মাথার ঘিলু
অপেক্ষায় আছি গাণ্ডীবের টংকারে
কখন শহর জুড়ে বেজে উঠবে সতর্ক সাইরেন
আর ভেঙ্গে পড়বে স্বযত্নে সাজানো ড্রইং রুমে রাখা
বিষ্ণুপুরের অথর্ব ঘোড়া

শংকর দে

প্রেমের কবিতা

□

১.
একটুকরো কাগজে লেখা
হঠাৎ-ই একদিন একটা উড়ো চিঠি পেয়েছিলাম।
পাল তোলা নৌকার মতো ছবির ভাষা
সেই মেয়েটির বুকে কুসুমের ভালোবাসা
হঠাৎ-ই একদিন মেঘের সঙ্গী নিরুদ্দিষ্ট
সেই মেয়েটির হাতে ছিল বন্দীপাখি
ভালোবেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম।

২.
মেয়েটির নখে ছিল বিষ
চয়নে সে ঢেকে রেখেছিল
ছেঁড়াপাতা, কাজলের শিস
হাতে নিয়ে বেজে উঠেছিল
ছন্দবিষ, নূপুরের পায়ে
নয়নে সে একা জেগেছিল
সারারাত আকাশ কুসুম।

গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

কুমারীবিলাস

□

রাত ফুরোলেই সাতসতেরো অহেতুক গল্প নিয়ে মেতে ওঠো
পবিত্র কুমারীবিলাস হলে এসবই মানাতো তোমাকে
মাঝে মধ্যে ভুলে যাও অনায়াস দ্রুত ভঙ্গিতে কেঁপে ওঠে চোখ
মুখমণ্ডলে ভাঁজ পড়ে নীল চোখে সরসীর টান
তুমি কচি ধান দুধে ভরন্ত শরীরে ভেঙেছো জোয়ার
সপ্রতিভ সাদা সিঁথি তাকে কেন সাজাবে মেয়ে
চিবুকের চিহ্ন পেয়ে গেছো তোমার জননীর, আধখানা
নিয়েছো তার শরীরের গম্ভীরতা অজস্র জিহ্বার স্বাদ
তবে কেন রাত ফুরোলেই দংশন করো ভরন্ত বুকে
ত্বকের লোনা স্বাদ মাংস মজ্জার স্বাদ দেয়
পাশাপাশি শুয়ে থাকো নির্ভার অই বাতিদানে চোখ
ভ্রূযুগলে আটকে আছে কার প্রিয় মুখ প্রিয় অভিমান
সাতসতেরো গল্প নিয়ে সঙ্গহীনা অলীক রঙ্গে থাকো

সুভাষ গঙ্গোপাধ্যায়

আমি বাধা দেবো

□

দূরের পাহাড় থেকে নিম্নমুখী ঝড় নেমে এলে
আমি বাধা দেবো।
ঐ যে ঘাসের সবুজ ঠোঁট ঝুঁকে আছে
পিপাসার্ত জলস্রোত ঘিরে
সে আমাকে চেনে।
মাটির খয়েরী পথ চলে গেছে ঘুরে
দূরে বহুদূরে
ঐখানে সন্ধ্যা নেমে এলে
সূর্যের সহাস্য রেণুর মতো ধুলো বুকে
লাঙলের ক্লান্তি পিঠে নিয়ে
যে মানুষ ফিরে আসে হাজার বছর ধরে
সে আমাকে চেনে।

উঠোনে দরজা খুললে বাইলেন, সে মিশেছে লেনে
রাত্রি গভীর হলে দীর্ঘ বৃষ্টি স্থির দেখা যায়
তার মধ্যে কলোনীর একটি পাগল-ছেলে
ক্রুদ্ধ বর্ষার মতো অবিরাম দ্রুত ছুটে আসে
সে আমাকে চেনে।
আমারো জন্মের আগে বহুদিন আগে
সময় কাটাতো এসে মাঝে মাঝে যে দীঘিতে রাজ-মহিলারা
সে দীঘিতে স্নান সেরে পরিশ্রান্ত যে মানুষ
স্টেশান লক্ষ্য করে বিষণ্ণ বিকেলে ছোটে বাড়ি যাবে বলে
সে আমাকে চেনে।
তবুও সবুজ ঘাসের পিঠে
কারা এসে মাঝরাতে রক্ত রেখে যায়,
কিশোরী ফুলের পায়ে ফুটে থাকে একটি কালো কাঁটা।
কারা চায় এইসব,
শিশুর হাসির পাশে কারা রাখে খোলা তরবারি ?
সে রকম কোন মুখ আমি, হায় ! আদৌ চিনি না।
দূরের পাহাড় থেকে নিম্নমুখী ঝড় নেমে এলে
মানবো না, আমি বাধা দেবো

মৃত কালো কুকুরেরা

□

একটি কালো কুকুর গলিত হীরের রোদে মরে পড়ে আছে।
তাকে বলি, ওগো তুমি একা নও
রিফ্যুজি-কলোনী থেকে মেদিনীপুরের শান্ত হাটে
তুমি আছো তোমার মতোন আরো কেউ কেউ স্থির মরে আছে।
বড়ো বাড়িটির কাছে তোমাকে দেখেছি কতো
জানলার নীচে উর্দ্ধমুখ,
তুমি কি তাকিয়ে ছিলে উড়ন্ত পাখীর দিকে
নাকি কালো ধোঁয়ার পোশাকে মাঝরাতে,
পাহাড়ে দুপুর রোদ যে রকম করুণাবিহীন হয়ে থাকে
তুমি ঠিক সে রকম বাবুটির লোভের ঐতিহ্যজুড়ে বুক পেতে ছিলে।
ওগো মৃত কালো কুকুরেরা, তোমরা জ্যোৎস্না চেনো বহুদিন
তোমরাই গান করো, কালো কুকুরের বুকে রবীন্দ্র-সঙ্গীত

ঐ বাবুটিকে সুখ দেয়, রাষ্ট্রীয়-ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ দেয়,
তোমাদের রোজ দেখি, একশো বছর ধরে রাজভবনের কাছে
সাম্প্রতিক বি-বা-দী বাগের দেহে
বিকেল পাঁচটা হলে তোমাদের অলিম্পিক-দৌড়
আমরা সবাই বড়ো স্নেহের হৃদয় নিয়ে দেখি।

পাথরের মৃত্যুরও কিছু ব্যক্তিগত উজ্জ্বলতা আছে
তোমার মরণই বড়ো অন্ধকার,অন্ধকারের চেয়ে বেশী।
ওগো কালো কুকুরেরা
কেরানী নামের যোগ্য তারা ও তোমরা এক,
শরীর ও হৃদয়ে এক, পেন্সন পাওয়ার পর আরো বেশী এক।
তবু একদিন তোমরাই আলো দেবে,
ওগো কালো কুকুরেরা, আলো আলো, আলো দেবে আলো
হুগলী নদীর থেকে ফোর্ট উইলিয়াম থেকে
তোমাদের ছেলেদের দু'চোখে লাফিয়ে নামে হিসেবী-মরণ,
তোমরাই, ওগো প্রিয় কালো কুকুরেরা
তোমরাই একদিন আলো দেবে, আলো।

দীপ সাউ

একটি কবিতা

□

আমি তার মুখে ঈশ্বরের আদেশ শুনি তার ঐশি চোখ
বদলে দেয় ভোর বেলার রোদ গাছে ফুটে থাকে শব্দময়
উজ্জ্বল গোলাপ উড়ে যায় দিব্য মৌমাছি একটা আলো
ছুটে যায় এ কোণ থেকে আরেক কোণে একটা সুরেলা স্বর
ছড়িয়ে থাকে সারা ভুবন পথে শুয়ে থাকা ন্যাংটো পাগলির
শরীর ঢেকে ফেল সবুজ বেনারসী আমি তার মুখে ঐশি
আদেশ শুনি তার নরম হাত দূরে ট্রেনের শ্রী চেনায়
জ্যোৎস্নায় চিরকালের জন্যে সে হারিয়ে যায় তবু সুখ
উঠে আসে দুঃখময় স্মৃতির পরিবর্তে তিরিশ মাসের
তফাতে একদিন কাঁটা সাজান পথে তার হাত ধরে ধন্য
হয়েছিলাম তার বিদায়ের দুঃখ বাজে আমার আত্মায়

নীরদ রায়

কখনো

□

কখনো এক একটি শব্দই হয়ে যায়
সকালের নাবালক রোদ্দুর-নদী-ও নদীর মতো
ক্ষমা—দূরে হেলে পড়া আকাশের দিকে
আলুথালু অভিমান—
কখনো এক একটি শব্দই হয়ে যায় স্মৃতি চারণে
দায়িত্বশীল সমতলভূমি, গন্তব্যের চোখ মুখ—
হাতের ইশারা—গুমোট মেঘের চোখে স্বল্পবাক জল,

কখনো এক একটি শব্দই সমস্ত দুঃখকে
আড়াল করে—প্রতিটি কথার মধ্যে প্রতীক্ষার
কাছাকাছি মানুষকে নিয়ে যায় তার নিজস্ব
যুদ্ধের দিকে—,

কখনো এক একটি শব্দই—!

ব্রততী বিশ্বাস

বকুলতলায় জন্মদিন

□

প্রথম যুদ্ধবেলায়
শেষ বৃষ্টিপাত
নিভে গেছে চিতা
এখন শান্তিজল ওষ্ঠের উত্তাপে

পান্থজন ফিরে আসে ঘরে
রহস্য খুলে ফ্যালে তার অলংকার
বন্দর প্রতিশ্রুতি রাখে আকাশসমীপে
মৌলিক গার্হস্থ্য তরতাজা রোদ্দুর
ঝলসায়
মুহূর্তে প্রাচীরের গায়ে আলোকলতা হাসে,
হেসে যায় রঙীন নির্জনে

সাবেকী কলম ডোবে
অতল নদী
শস্যের ঘ্রাণে ফোটে কলরব

যেভাবে বলেছে চিরদিন
বর্ণালী পাখিটি বলে যায়
বকুলতলায় আজ জন্মদিন

দর্পণে মুখ নেই

□

কি কৌশলে নেপথ্য দর্পণ
অন্তঃশীলা নদী হয়ে যায়
ক্রমশ অপমান হয় জমাট পাহাড়
দর্পণে মুখ নেই ব'লে
পাহাড়ে সুখ নেই ব'লে
অবিরাম জলপ্রপাত পুনরায় উৎসমুখ
খোঁজে
এলোমেলো শব্দরা অট্টহাসি হেসে
ছুটে যায় ঘনীভূত শীতে
দর্পণ ভেবে ভেঙেছি শুধু অন্ধকার
নদীতে সোনারোদ
মরে যায় ব'লে
নদীও দেখিনি
পায়ের নীচে থেকে পাহাড়
সরিয়ে নেয় অবলম্বন মাটি
অপমান ডেকেছে
জন্মনক্ষত্রের সহোদর হয়ে
লেবুপাতার আঘ্রাণে ছিল
ছলনার শরীর
শ্যাওলা তখন হেসেছে প্রথম প্রত্যুষে।
যজ্ঞের দান আমার হাতে
বেমানান
একথা খুব স্পষ্ট জানি।

সীমা মিত্র

সুখ এবং জীবন

□

অপচয় জেনেই আমার উদ্বেলিত প্রশ্রয়
তোমার প্রত্যাখ্যান আটপৌরে করতে চায়—
হুগলীর নন্দীপাড়ার একটি অসমতল বন্দর
সুখময় বিশ্বাস ঃ

সুখ এবং বিশ্বাস জীবনে যার একবারও টেঁকেনি
অথচ সোলার সাজও প্রতিমার অঙ্গে
টিঁকে যায় কয়েকটা দিন
কিংবা ইদানীং পেট্রোলপাম্পের কাঁচে।
তোমার বিষাক্ত রাজদণ্ড ফিরিয়ে দেবার ইচ্ছে নেই
কাজেই ঋতু পরিবর্তনের শাশ্বত নিয়ম
তোমার অনুমতির অপেক্ষায় ঠায় দাঁড়িয়ে,
অন্ততঃ এক মিনিট দীক্ষা নি—উষ্ণ ঠোঁট পাক
ফলন্ত স্বাদ, বিধ্বস্ত নেত্র জুড়ে
অস্বাধীন আবেগ আত্মপরিচয় রেখে যাক
তোমার, আমার। আবেগে রক্ত দাপিয়ে উঠলেই
রক্তে জগৎ জুড়ে তোমাকে পাব।

প্রবীর রায়

ভ্রমণ বৃত্তান্ত

□

একটু দূরে গেলেই
চোখের সাথে জড়িয়ে থাকে নদী
নদীর কাছে দাঁড়িয়ে থাকা নারী
নারীর কাছে দাঁড়িয়ে থাকা শিশু

একটু দূরে গেলেই
নদীর মত শিশু নারীর মত নদী নদীর মত নারী
ছুটে যায় কিংবা দাঁড়িয়ে থাকে।

সত্যপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

অন্ধকারের সঙ্গে

□

অন্ধকারের সঙ্গে আমার আড়ি।
সবার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ছুটি
আলোর দিকে।

কিন্তু তাড়াতাড়ি
মিশকালো এক অবাধ্যতার ঢেউ
অন্ধকারের কিনার থেকে কেউ
হাত ছানিতে ডাকছে আমায় কাছে ;

আমি তাকে বসিয়ে রেখে ঘরে
যাত্রা ফেলি সুদূর দিগন্তরে—
যেইখানে ওই আকাশ পড় পড়,

বলি তাকে : 'একটু সবুর কর
আকাশটাকে তুলে ধরতে হবে
আমার হাতে এখন কাজ আছে ॥'

কৃষ্ণগোপাল মল্লিক

আবার

□

আবার বাঁদরনাচ !
কৈ, দাও চিট্‌কালো জরির টুপিটা,
দু'হাত গলিয়ে দাও ছিটে-ছিটে তালিমারা মরকুটে পাঞ্জাবী,
রাস্তা থেকে চিমটি কেটে ধুলো তুলে 'পাউডার মাখছে' বলে
ঘষে দাও কপালে বা গালে
বলা কওয়া হয়েছে তো ঢের—
আর কেন ? গলার দড়িতে টান মারো ; ডুগডুগি বাজাও ;
বেসুরে চীৎকার পাড়ো : আজ গোপালের বিয়ে, যা গোপাল
যা শ্বশুরবাড়ি।

আবার বাঁদর নাচ।···
বুড়ো বাঁদরের পায়ে গাঁটে গাঁটে বাত
মাজায় ধরেছে খিল—
নাচে তার বেজায় অরুচি।
চাঁটি মারো, খোঁচা মারো,
'নাচ শালা হারামী উল্লুক' বলে হ্যাঁচকা মারো
ঝাঁকাও ডুগডুগি
ফুলিয়ে গলার রগ গান ছাড়ো ; নাচাও নাচাও।
আহ্লাদে আটখানা হয়ে কখন হাসতে হবে বোলো—
খিঁচোবো দু'পাটি সাদা দাঁত
বাঁদরের চোখে জল আসেনা কো—এই যা তফাৎ।

নিলয় সেন

কখনো কি ?

□

কত শত দাবী
দাবীর মিছিল
ভাত দাও কাপড় দাও
হে পৃথিবী
সুখ দাও, শান্তি দাও
দাও, খালি দাও !
অথচ প্রতি মুহূর্তে
ঘাতক এসে দখল করছে
আমাদের বসত বাড়ি, আমাদের সমগ্র শরীর।

শকুনেরা আসর জমায়
নাচে গায় ধ্বংসের চূড়ায় !
তবুও তো দাবী ওঠে
দাবীর মিছিল !
কখনো কি ভাবি—
অথচ হৃদয় উজাড় করে চারদিকে ভালবাসা দেব
বুক থেকে জবা তুলে এনে
হে পৃথিবী
তোমাকে সাজাব।

দেবপ্রসাদ সিংহ

পৃথিবী

□

পৃথিবী তুমি ঘুরছ
বন্ বন্ করে।
আমিও তাই
ডালহৌসি স্কোয়ারে
ক্ষুধার জ্বালায়
কবে শেষ হবে
তোমার
এবং আমার এই ঘোরা ?
কবে দু'জনে নিরিবিলি
বসব, হে পৃথিবী
তোমার সংগে
হে পৃথিবী ?

সুভাষ গঙ্গোপাধ্যায়ের

জয়ে নেই
অন্বেষণে আছি

প্রকাশক : ঈশান
৭৯/২, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

সত্তরের এক বিশিষ্ট কণ্ঠস্বর
প্রদীপ রায়চৌধুরীর

তৃষ্ণায়
সমর্পিত
শব্দ

বিশ্বজ্ঞান
৯/৩ টেমার লেন, কলকাতা-৯

অমিতাভ দাশগুপ্ত

কমলকুমার মজুমদার সমীপেষু

□

সারাদিন রান্না হয়,
সারাদিন উনুন থেকে
সুতোর মত ছড়িয়ে পড়ে সোনামুগের ঘ্রাণ,
মাংস আর ফুলকপির সুতো
আকাশে উঠে জড়িয়ে গেলে
আমার নিম অন্নপূর্ণাকে মনে পড়ে,
আর আমার বেতো মা
একবাটি গরম শুক্তোর ঝোল
গরম ভাতে ঢেলে
সানকি-ভাঙা গলায় ডাকেন ঃ
বড় খোকা,
খাবি আয়।

সঙ্গে সঙ্গে
আমার ভাতের থালার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে
সেই নিখাকি প্রৌঢ়ের মুখ
যার গামছার মুঠি থেকে
চাল ছিনিয়ে নিতে
এক সন্ধ্যের জন্যেও
খানকি, রণচণ্ডী সেজেছিলেন
আমার বেতো, কোমর ভাঙা মা।

আশিস সান্যাল

বাগানে ফুটেছে ফুল

□

বাগানে ফুটেছে ফুল—সেই কথা কাউকে বলিনি।
রেখেছি গোপনে ঢেকে বেদনার স্বচ্ছ আবরণে
বুকের তিমিরে একা। প্রত্যাশী বাতাস
যতোবার হানা দেয় ছিঁড়ে নিয়ে কুটিল বিজনে

ব্যর্থ করি ততোবার। সমস্ত সময়
সজাগ প্রহরী আমি। রক্ষা করি সুন্দরের দুরন্ত উচ্ছ্বাস।

এ এক আশ্চর্য খেলা। যারা শুধু সফল প্রেমিক
কেবল জেনেছে তারা : এই পৃথিবীতে
কাছে পেয়ে একদিন সব হারাবার
গভীর গভীর হৃদে ফুল ফোটে। ক্রমে
প্রস্ফুট ফুলের গন্ধে বিপন্ন হৃদয়
শোনে দৃপ্ত আশাবরী। এ ভাবেই প্রতি রাত্রিদিন
সফল প্রেমিক তার গড়ে তোলে স্মৃতি সৌধ বেদনা রঙীন।

বাগানে ফুটেছে ফুল—হলুদ, সবুজ আর লাল।
রেখেছি গোপনে ঢেকে। যেন সেই প্রত্যাশী বাতাস
যেতে যেতে সঙ্গোপনে কুটিল ছলায়
না পারে সর্বস্ব ছিঁড়ে নিয়ে যেতে সেইটুকু সুখ।
ফুটেছে বাগানে ফুল। তারই গন্ধে আজ
ভরে গেছে অবেলার স্মৃতিময় অন্ধকারে তৃষ্ণাহত বুক।

তুলসী মুখোপাধ্যায়

দীপেন্দ্রনাথ স্মরণে

□

১. কিছু কিছু শব্দ আছে
যাহাদের স্পষ্ট প্রতিকৃতি
হতভাগ্য এই দেশে
প্রায়শ দেখি না
যেমন যুদ্ধ, যেমন ভালোবাসা
এবং এরকম কিছু শব্দ
যাহাদের আপাদমস্তক ছায়া
ইতিহাস পুরাণে হয়তো বা ছিল
দুএকজন প্রতিনিধি ছাড়া
আজ তারা নেই

খর্বকায় বিদীর্ণ প্রচ্ছদে তিনি তাই।

২. আমরা তাঁকে আগুনে ছুঁড়েছি
দুই অঞ্জলি ভরে
আগুন তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছে
বস্তুত, আগুনের বাসিন্দা বলেই
পূজার ফুলের মতো
আগুন তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছে
আজো তিনি
প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্তে
আমাদের উস্কে দেন সেবা ও সংগ্রামে

নিবেদন

কবিতা ছাপা হলে প্রত্যেক কবির কাছে কাগজ পৌঁছে দেওয়া এক নৈতিক কর্তব্য। এবং অবশ্য পালনীয়। কিন্তু ডাক বিভাগের সাহায্য নিতে গিয়ে আমাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে। ফলত ঐ শ্রমসাধ্য এবং সময়সাধ্য ব্যাপারে আর আমরা যাবো না। প্রকাশের পর সম্পাদকের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছাড়াও দেবকুমার বসুর বিশ্বজ্ঞানে (৯/৩, টেমার লেন, কলকাতা-৯) এই কাগজ পাওয়া যাবে।

ঘোষণা ছিল, **অনুভব কবিতা পত্রে**-র বর্তমান সংখ্যা **দুই বসন্তে**-র প্রচ্ছদে বেরুবে। বেরুতে পারেনি। অথচ সমস্ত আয়োজনই ছিল আমাদের হাতের নাগালে। তবু বেরুতে পারেনি। আমরা দুঃখিত। পূজোয় বেরুবে নির্ঘাৎ।

কবিতার কপি রেখে পাঠানো উচিত। কেননা, ছাপা না হলেও কবিতা ফেরত দেওয়া হয় না।

অনুভব কবিতা পত্র কোন ছদ্মবেশী স্লোগানে বিশ্বাস করে না। কেবল সৎ এবং সত্যবদ্ধ অনুভবের প্রাপ্ত বয়স্ক কবিতা প্রকাশই তার একমাত্র লক্ষ্য।

May 1979 Rabindra Jayanti Special

ANUBHAB KABITA PATRA

Vol. 3 No. 1-2 Decl No, 193/77 Price : 2·50

অনিবার্য অন্ধকারে

দুই বসন্ত

মে মাসে বেরুতে পারেনি পূজোয় নির্ঘাৎ বেরুবে।

দুই বসন্ত

পঞ্চাশ ও ষাটের দুঃসাহসী প্রেমের কবিতার সঙ্কলন।

———

গৌরাঙ্গ ভৌমিকের কবিতার বই :

বৃষ্টিপাত রক্তাক্ত রোদ্দুর নদীর সময় নিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
অন্তহীন দৃষ্টির উৎসব নদী কা সময় (নির্বাচিত কবিতার হিন্দী অনুবাদ)

———

আশিস সান্যালের কবিতার বই :

শেষ অন্ধকার : প্রথম আলো মৃত্যুদিন জন্মদিন জলপাই অরণ্যে প্রতিদিন
পটভূমি কম্পমান জন্মে প্রতিজন্মে আজ বসন্ত স্বপ্নের উদ্যান ছুঁয়ে
Some Poems Beside a Secret River (অনূদিত)

———

তুলসী মুখোপাধ্যায়ের কবিতার বই :

বিষুবে রৌদ্রের ডালপালা অন্ধকারের প্রতিবাদে সময় আসবে।

Editor : Tulsi Mukhopadhyay

Printed & Published by Tulsi Mukhopadhyay, 24/2, R.N. Das Road, Calcutta-700031 Printed from Adhuna, 17/1D Surjya Sen St, Calcutta-70 0012